[২০১৯] ১১ এস. সি. আর. ৮২৯

রাজস্থান উচ্চ আদালত, যোধপুর এবং অন্য

বনাম

নিতু হর্ষ ও অন্য

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬৬৯৬)

২৯, আগস্ট, ২০১৯

[আর. ভানুমতী এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

বিচারবিভাগীয় পরিষেবা – রাজস্থান বিচারবিভাগীয় পরিষেবা বিধিমালা, ২০১০ – বিধি ১০(৪) – প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ – ধারা ৩৬ – আপিলকারীরা দেওয়ানি বিচারক ক্যাডারে ৭২টি পদের জন্য দেওয়ানি বিচারক-সহ-বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের আবেদন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেন – এর মধ্যে দুটি পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল – ব্যক্তিগত বিবাদী তার বিভাগ হিসেবে "সাধারণ" উল্লেখ করে আবেদন করেন এবং ভিন্নভাবে সক্ষম বিভাগের অধীনে দাবির জন্য নির্ধারিত কলামে "না" উল্লেখ করেছিলেন – ব্যক্তিগত বিবাদী প্রাথমিক পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারে সফল ঘোষিত হন – তিনি ১৩৬ নম্বর পেয়েছিলেন এবং ১৩৭ নম্বর ক্রমিকে স্থান পান – ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত দুটি শূন্যপদের বিপরীতে, একজন আবেদনকারী যিনি ১৩৮ নম্বর পেয়েছিলেন তিনি ৫৭ নম্বর ক্রমিকে ছিলেন – এর পরবর্তীকালে, ব্যক্তিগত বিবাদী তার প্রার্থিতা ভিন্নভাবে সক্ষম (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) বিভাগে বিবেচনা করার এবং নিয়োগ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে একটি আবেদন পেশ করেন – সেই আবেদনটি গৃহীত হয়নি – রিট পিটিশন – উচ্চ আদালত আপিলকারীদের নির্দেশ দেন যে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত দুটি শূন্যপদের বিপরীতে দেওয়ানি বিচারক ক্যাডারে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগত বিবাদীর প্রার্থিতা বিবেচনা করতে – আপিলকারীরা দাবি করেন যে ব্যক্তিগত বিবাদী কর্তৃক পেশ করা প্রতিবন্ধী শংসাপত্রে তার স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা হিসেবে 'হেমিপ্লেজিয়া-অকার্যকর হাত' (শরীরের একদিকের পক্ষাঘাত) উল্লেখ রয়েছে – অথচ, তার করা আবেদনে তিনি নিজেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হিসেবে দাবি করেছেন এবং সেই একই প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের কথা উল্লেখ করেছেন – আপিলের প্রেক্ষিতে রায় দেওয়া হয়: বর্তমান মামলায়, ব্যক্তিগত বিবাদী কর্তৃক দাবি করা প্রতিবন্ধকতা কি চলন-অক্ষমতা নাকি দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, সেটি নিজেই একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। আদালতের পক্ষে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করা সম্ভব নয় এবং এই পরিস্থিতিতে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য 'ম্যান্ডামাস' বা পরমাদেশ জারি করা যুক্তিযুক্ত হবে না – এটি সত্য যে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা

কোনও মামলা দায়ের করার সময় অধিকারের বিষয় হিসাবে সরবরাহ করা হবে-তবে, যখন দাবি করা হয়নি এবং বিতর্কযোগ্য বিষয় রয়েছে, তখন হাইকোর্টের নির্দেশকে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করা যায় না-আরও, আবেদনকারীরা রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস, ২০১০-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছিলেন এবং শূন্য প্রতিবন্ধী বিভাগের জন্য অন্য বিভাগ থেকে একজন প্রার্থীকে নিয়োগ করেছিলেন-সুতরাং, যখন এই ধরনের নিয়োগ করা হয়েছে, এই মুহূর্তে এই প্রার্থীকে বিরক্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়-সুতরাং, হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত আদেশ অস্থিতিশীল-ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ, ২৩৩ এবং অনুচ্ছেদ ৩০৯-এর ২৩৪ আর/ডাব্লু।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

বলেঃ ১. যদিও ব্যক্তিগত উত্তরদাতা দাবি করেছেন যে কলাম ৩.১ – 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'-এর বিপরীতে "না" নির্দেশ করা একটি ভুল ছিল, তবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা হলো কলাম ২.৪ – 'শ্রেণী'-এর বিপরীতে "সাধারণ" বলা হয়েছে। তদ্ব্যতীত, সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষার ফি ₹২৫০/- এবং যোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ₹৫০/- নির্ধারিত। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা তার শ্রেণী 'সাধারণ' হিসেবে উল্লেখ করার পাশাপাশি ₹২৫০/- ফি প্রদান করেছেন যা প্রযোজ্য। অতিরিক্তভাবে, যদিও ০৫.০৭.২০১০ তারিখের প্রতিবন্ধিতা সার্টিফিকেট বর্তমানে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এমন কোনও প্রমাণ নেই যা নির্দেশ করে যে এটি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল বা সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত জমা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা বিপরীত দাবি করতে পারবেন না তা প্রমাণ করার জন্য, আপিলকারীরা **জম্মু ও কাশ্মীর পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম ইসরার আহমাদ** মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। [অনুচ্ছেদ, ১৫] [৮৪১-এ-ডি]

২. কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বনাম শ্রীনিবাস প্রসাদ শাহ ও অন্যান্যদের মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়, যেখানে এই আদালত এমন একটি মামলায় দাবিটি অনুমোদন করেনি যেখানে আবেদনে সংরক্ষণের বিভাগটি নির্দেশ করা হয়েছিল কিন্তু শংসাপত্রটি উপস্থাপন করা হয়নি এবং সাধারণ প্রার্থীকে প্রযোজ্য ফি প্রদান করা হয়েছিল। উপরন্তু, আপিলকারীরা এখানে বেসরকারী-উত্তরদাতার দাবির মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকেও উল্লেখ করেছেন যে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত বিভাগের অধীনে বিবেচনার জন্য দাবি করা হয়নি। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে ০৫.০৭.২০১০ তারিখের অক্ষমতা শংসাপত্র অনুসারেও, স্থায়ী অক্ষমতার বিবরণ হেমিপ্লেজিয়া-অ-কার্যকরী হাত হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেই পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও অক্ষমতার প্রকৃতি সেখানে নির্দেশিত যা হবে লোকোমোটর

অক্ষমতা, ২৮.১১.২০১৬ তারিখের উপস্থাপনায় যা বিলম্বিতভাবে করা হয়েছিল ব্যক্তিগত উত্তরদাতা দাবি করেছেন যে তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, ৮০ শতাংশেরও বেশি এবং যে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে তা ০৫.০৭.২০১০ তারিখের একই অক্ষমতা শংসাপত্রের। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা নিঃসন্দেহে হেমিপ্লেজিয়া সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখার অসুবিধা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিতর্কের প্রকৃতিই নির্দেশ করে যে তাৎক্ষণিক তথ্যের মধ্যে বিভাগের অধীনে আবেদনে দাবি করা উচিত ছিল এবং অক্ষমতার শংসাপত্রটি আবেদনের সাথে উপস্থিত করা প্রয়োজন ছিল কারণ অক্ষমতার প্রকৃতি এমন একটি বিষয় ছিল যা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে হবে, যদি প্রয়োজন হয় চিকিৎসা পরীক্ষায়। যদি হেমিপ্লেজিয়ার ফলস্বরূপ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস বিবেচনা করা হয়, তবে দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতার শতাংশও প্রাসঙ্গিক হবে এবং এটি যথাযথ পর্যায়ে নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। [অনুচ্ছেদ ১৬ এবং ১৭]। [৮৪১-এইচ; ৮৪২-এ-এফ]

৩. অতএব, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে সমস্যাটি হল দাবি করা অক্ষমতাটি যান্ত্রিক অক্ষমতা বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কিনা এবং এটি নিজেই বিতর্কের প্রশ্ন হওয়ায় আদালতের পক্ষে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করা সম্ভব হবে না এবং এই জাতীয় পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এটি বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতাও ন্যায়সঙ্গত হবে না। এটি কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও মামলা দায়ের করার সময় ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি অধিকারের বিষয় হিসাবে সরবরাহ করা উচিত এবং সহানুভূতিশীল বিবেচনার কোনও প্রয়োজন নেই। যাইহোক, তাত্ক্ষণিক ঘটনাগুলিতে যখন দাবি করা হয়নি এবং বিতর্কযোগ্য বিষয় রয়েছে, যদিও এই আদালত ব্যক্তিগত উত্তরদাতার কারণে হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশের প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে যে কোনও ক্ষেত্রেই এটিকে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এটি আরও বেশি, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে আপিলকারীরা রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস, ২০১০-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছিলেন যখন অন্য কোনও দাবি উপলব্ধ ছিল না এবং অন্য বিভাগ থেকে প্রার্থী নিয়োগ করেছিলেন এবং যখন এই ধরনের নিয়োগ করা হয়েছে, তখন এই মুহূর্তেও এই প্রার্থীকে বিরক্ত করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। অতএব, পূর্বোক্ত সমস্ত কারণে, এই আদালত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ০৪.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশটিকে অস্থিতিশীল বলে মনে করে এবং সেই অনুযায়ী তা বাতিল করে দেওয়া হয়। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৮৪২-এফ-এইচ; ৮৪৩এ-বি]

ভারত সরকার, সচিব ও অন্য বনাম রানি প্রকাশ গুপ্তা (২০১০) ৭ এসসিসি ৬২৬ : [২০১০] ৭ এসসিআর ৮৫১; ভারত সরকার ও অন্য বনাম ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য ব্লাইন্ড (২০১৩) ১০ এসসিসি ৭৭২ : [২০১৩] ৯ এসসিআর ১০২৩; রাজীব কুমার গুপ্তা ও অন্য বনাম ভারত সরকার ও অন্য (২০১৬) ১৩ এসসিসি ১৫৩ : [২০১৬] ৩ এসসিআর ৪০৭; ভি. সুরেন্দ্র মোহন বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ও অন্য (২০১৯) ৪ এসসিসি ২৩৭ : [২০১৯] ১ এসসিআর ৯৫৪; জম্মু ও কাশ্মীর পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম ইসরার আহমাদ (২০০৫) ১২ এসসিসি ৪৯৮; রেজিস্ট্রারস জেনারেল, কলকাতা হাইকোর্ট বনাম শ্রীনিবাস প্রসাদ শাহ ও অন্য (২০১৩) ১২ এসসিসি ৩৬৪ : [২০১৩] ৩ এসসিআর ২১১ – উল্লেখিত।

মামলার প্রসঙ্গ:

[২০১০] ৭ এসসিআর ৮৫১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১৩] ৯ এসসিআর ১০২৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১৬] ৩ এসসিআর ৪০৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১৯] ১ এসসিআর ৯৫৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০০৫) ১২ এসসিসি ৪৯৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১৩] ৩ এসসিআর ২১১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬

দেওয়া আপিল এখতিয়ারঃ উল্লেখ করা হয়েছেঃ দেওয়ানী আপিল নং. ৬৬৯৬-০০f২০১৯।

ডি. বি. ২০১৭-এর দেওয়ানী রিট পিটিশন নং, ৬৯২-এ যোধপুরে রাজস্থানের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০৪.০৫.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা, প্রবীণ আইনজীবী, মুকুল কুমার, আইনজীবী পি আপিলকারীদের পক্ষে।

পল্লব শিশোদিয়া, প্রবীণ আইনজীবী, এইচ. ডি. থানভি, ভীম কান্ত ব্যাস, রিমঝিম মাথুর, ভি. কে. হর্ষ, ঋষি মাতোলিয়া, আইনজীবী উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায়টি **এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি** দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল।

১, অনুমতি মঞ্জুর।

২, এখানে আপিলকারীরা ছিলেন ২০১৭ সালের ডিবিসিডব্লিউপি নং, ৬৯২ সম্বলিত রিট পিটিশনে ২ ও ৩ নম্বর উত্তরদাতা, যা যোধপুরে রাজস্থানের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার দ্বারা বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ০৪.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশন অনুমোদিত হয়েছিল এবং

এখানে আবেদনকারীদের রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০১৬-তে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত দুটি শূন্যপদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী জজ ক্যাডারে দেওয়ানী জজ তথা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য এখানে/ব্যক্তিগত উত্তরদাতার প্রার্থীতা বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং যদি তিনি অন্যথায় যোগ্য হন তবে উক্ত বিভাগের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে হাইকোর্টের উক্ত আদেশ ও নির্দেশকে প্রাথমিকভাবে এই যুক্তির ভিত্তিতে আক্রমণ করা হয়েছে যে, বেসরকারী উত্তরদাতা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বিভাগের জন্য বিজ্ঞাপিত শূন্যপদের বিরুদ্ধে আবেদন করেননি, বরং সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবে আবেদন করেছিলেন এবং মেধা তালিকা অনুসারে তিনি নিয়োগের অধিকারী ছিলেন না কারণ সাধারণ বিভাগে আরও বেশি যোগ্য প্রার্থী ছিলেন এবং নিয়োগ করা হয়েছে, প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে।

৩. সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে আপিলকারীরা এখানে দেওয়ানী জজ ক্যাডারে দেওয়ানী জজ-কাম-জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে ৭২টি পদে নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন। এর মধ্যে দুটি পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। এখানে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা উক্ত বিজ্ঞপ্তির জবাব দিয়েছিলেন কিন্তু আবেদনপত্রে তাঁর বিভাগকে "সাধারণ" হিসাবে নির্দেশ করে আবেদন করেছিলেন এবং ভিন্নভাবে সক্ষম বিভাগের অধীনে দাবির ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য প্রদত্ত কলামে "না" উল্লেখ করেছিলেন। অতএব, সমস্ত উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। সফল ঘোষিত হওয়ার পরে তিনি মূল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং তারপরে প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের উপর নির্ভর না করে সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবেও সাক্ষাত্কারে অংশ নিয়েছিলেন। ফলাফলটি ১৫.১১.২০১৬-এ ঘোষণা করা হয়েছিল। উক্ত তালিকায় সমস্ত প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশ করা হয়েছিল। আবেদনকারী ১৩৬ নম্বর পেয়েছিলেন এবং তাকে সিরিয়াল নম্বর ১৩৭-এ রাখা হয়েছিল। ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য দুটি শূন্যপদের বিপরীতে, যে আবেদনকারীরা ১৩-৮ নম্বর পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন সিরিয়াল নং, ৫৭-এ ছিলেন। এর পরে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হিসাবে এই বিভাগের অধীনে তাঁর প্রার্থিতা বিবেচনা করার এবং নিয়োগ দেওয়ার অনুরোধ সহ ২৮.১১.২০১৬ তারিখে একটি উপস্থাপনা করেছিলেন। উক্ত উপস্থাপনাটি নোট করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে জানানো হয়েছিল যে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বিভাগের অধীনে তাঁর প্রার্থিতা গ্রহণ করা যাবে না। সেই দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা তার অনুরোধ বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ চেয়ে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। ভিন্নভাবে সক্ষম বিভাগের অধীনে বিবেচনা করার সময় দাবি টি হল যে

ব্যক্তিগত উত্তরদাতার ৮০ শতাংশ অক্ষমতা রয়েছে যা যোগ্য চিকিৎসকের জারি করা ০৫.০৭.২০১০ তারিখের শংসাপত্রে নির্দেশিত।

৪. হাইকোর্ট এই যুক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিস্তারিত আদেশ জারি করলেও প্রধান বিবেচনার বিষয় হল যে, যদিও দুটি শূন্যপদ ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল, সিরিয়াল নং, ৫৭-এ শ্রীমতী রেণু মোতওয়ানি নামে প্রার্থীকে নিয়োগের মাধ্যমে কেবল একটি শূন্যপদ পূরণ করা হয়। এই বিষয়ে, যদিও রেকর্ডে কোনও নির্দিষ্ট উপাদান নেই, উচ্চ আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত একই পদের আগের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বিভাগে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কারণ তাঁর ৮০ শতাংশ অক্ষমতা ছিল। সেই দৃষ্টিতে, যদিও এটি বিতর্কিত নয় যে বেসরকারী উত্তরদাতা আবেদনে তার বিভাগকে "সাধারণ" হিসাবে নির্দেশ করেছিলেন, হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে যদিও প্রার্থী দ্বারা একটি ভুল করা হয়েছিল, তার দ্বারা জমা দেওয়া উপস্থাপনাটি পরবর্তীকালে সহানুভূতিশীলভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ (এরপরে "পিডব্লিউডি আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর উদ্দেশ্যটি বিবেচনায় রাখা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে উক্ত আইনের অধীনে বিবেচনার সাথে সম্পর্কিত আইনের অবস্থানটি নোট করা হয়েছিল এবং এতে থাকা বিধানগুলি অন্য কোনও বিভাগ দ্বারা শূন্যপদ পূরণ না করে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও বিবেচনা করা হয়েছিল যে পটভূমিতে এখানে প্রয়োজনীয় বিবেচনাটি হল যে পিডব্লিউডি আইনের অধীনে প্রদত্ত ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা, যদিও বর্তমানে বিষয়টি রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির পটভূমিতে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের সাথে সম্পর্কিত এবং শূন্যপদগুলি পূরণ করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রশ্নটি হল যে সংরক্ষিত বিভাগের সুবিধার জন্য কোনও আবেদন দায়ের না করা হলে নির্দেশটি ন্যায়সঙ্গত কিনা।

৫. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা, ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মিঃ পল্লব শিশোদিয়ার কথা শুনেছি এবং আপিলের কাগজপত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৬. দেওয়ানী জজ ক্যাডার, ২০১৬-তে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিন্যাসে অনলাইন আবেদন আহ্বান করে আবেদনকারীদের দ্বারা জারি করা বিজ্ঞপ্তি

ভিন্নভাবে সক্ষম/ব্যক্তিদের বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ এবং পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

পদের মোট সংখ্যা	বছর	সংরক্ষিত	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য (ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা)	
৭০	বর্তমান শূন্যপদ	৩৭টির মধ্যে ১১টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১১টির মধ্যে ৩টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৮টির মধ্যে ২টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	১৪টির মধ্যে ৪টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	৭০টি শূন্যপদের মধ্যে ২টি পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত
২	পূর্ববর্তী শূন্যপদ	২টি (পূর্ববর্তী শূন্যপদ)	-	

'৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ সম্পর্কেঃ

ক) রাজস্থান প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী, উল্লেখিত পদগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং এগুলো সেই আবেদনকারীদের জন্য সংরক্ষিত যাঁদের লোকোমোটর প্রতিবন্ধকতা এবং সেরিব্রাল পালসি (এল.ডি. এবং সি.পি.) বা দৃষ্টিশক্তি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। উল্লেখিত সংরক্ষিত পদগুলো নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধিতা থাকা আবেদনকারীদের জন্য সংরক্ষিত:

লোকোমোটর প্রতিবন্ধকতা এবং সেরিব্রাল পালসি (এল.ডি. এবং সি.পি.):

ও.এল. – একটি পা প্রভাবিত (ডান বা বাম)

বি.এল. – দুটি পা প্রভাবিত (গতি সীমাবদ্ধ নয়)

ও.এ. – একটি হাত প্রভাবিত (ডান বা বাম)

দৃষ্টিশক্তি প্রতিবন্ধকতা (অন্ধ এবং কম দৃষ্টি):

বি – অন্ধ (গতি সীমাবদ্ধ নয়)

এল.ভি. – কম দৃষ্টি (গতি সীমাবদ্ধ নয়)

"৫. মহিলা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলির জন্য উপযুক্ত এবং উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে, এই পদগুলি

রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিসেস রুলস, ২০১০ (সংশোধিত হিসাবে)-এ নির্ধারিত পদ্ধতি এবং পদ্ধতি অনুযায়ী পূরণ করা হবে।

৬. একজন বিবাহিত মহিলা প্রার্থী সংরক্ষিত শ্রেণির সুবিধা পেতে হলে তাঁর বাবার নাম, বসবাসের স্থান এবং আয়ের ভিত্তিতে জারি করা জাতি সার্টিফিকেট (এস.সি./এস.টি./ও.বি.সি.) উপস্থাপন করতে হবে।

৫. পরীক্ষার ফি:
প্রার্থীকে তাঁর/তাঁর শ্রেণি অনুযায়ী পরীক্ষার ফি প্রদান করতে হবে।
ক. সাধারণ শ্রেণি, পশ্চাৎপদ শ্রেণি/বিশেষ পশ্চাৎপদ শ্রেণির ক্রিমি লেয়ার এবং অন্যান্য রাজ্যের আবেদনকারীদের জন্য পরীক্ষার ফি ₹২৫০/-।
খ. পশ্চাৎপদ শ্রেণি/বিশেষ পশ্চাৎপদ শ্রেণির নন-ক্রিমি লেয়ার আবেদনকারীদের জন্য পরীক্ষার ফি ₹১৫০/-।
গ. রাজস্থানের তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি এবং সমস্ত যোগ্য প্রতিবন্ধী আবেদনকারীদের জন্য পরীক্ষার ফি ₹৫০/-।

৭. উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা তাঁর আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন এবং কলাম ২.৪ – 'শ্রেণী'-এ "সাধারণ" হিসেবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল, কলাম ৩.১ – 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'-এ "না" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। এছাড়াও, ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী, নির্দেশনা এবং প্রাসঙ্গিক বিধি সঠিকভাবে পড়ে আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ করেছেন এবং সেগুলির অধীনে চলতে সম্মত। এটি ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রদত্ত তথ্যগুলি সঠিক, পূর্ণ এবং সঠিক। আবেদন ফি প্রদানের কলামে সাধারণ শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত ₹২৫০/- ফি এবং ₹১০/- কমিশন চার্জ সহ মোট ₹২৬০/- পরিশোধ করা হয়। আবেদনপত্র সঠিক হওয়ার পর, এন্ট্রি কার্ড তৈরি করা হয় এবং তাতে রোল নম্বর ৫০৪৬ দেওয়া হয় এবং শ্রেণী হিসেবে "সাধারণ" উল্লেখ করা হয়। এই ভিত্তিতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা প্রাথমিক পরীক্ষা, প্রধান পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হয়েছিলেন। উক্ত ভিত্তিতে ১৫.১১.২০১৬ তারিখে সকল প্রার্থীর মেধা তালিকায় নম্বরের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এর পরেই, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা ২৮.১১.২০১৬ তারিখে একটি পত্র জমা দেন, যেখানে তিনি দাবি করেন যে তিনি ৮০%-এর বেশি দৃষ্টিহীন এবং মেডিক্যাল বোর্ড ০৫.০৭.২০১০ তারিখে প্রতিবন্ধিতা সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। এটি আরও

প্রতিনিধিত্বে ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি অজান্তেই আবেদনপত্রে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বিভাগের উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলেছেন যে আগের বছরে তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভাগের অধীনে প্রার্থী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাই তাকে অন্য শূন্য পদের বিরুদ্ধে বিবেচনা করা হবে।

৮. আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা আবেদনে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বিভাগের জন্য কোটার অধীনে দাবি করেননি এবং বর্তমানে দাবি করা হয়েছে যে কেবলমাত্র একটি পদ ভিন্নভাবে সক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দ্বারা পূরণ করা হয়েছিল এবং অন্য পদটি যদি দাবি করা হত তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য হত এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতা এই পর্যায়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দাবি করছেন। রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস, ২০১০ অনুসারে খালি থাকা আসনটি স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসারে পূরণ করতে হবে এবং এই শূন্যস্থানটি পরবর্তী বছরে নিয়ে যাওয়া হবে না। সেই পরিস্থিতিতে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদের মধ্যে, দ্বিতীয় শূন্যপদটি যা একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ ছিল, সাধারণ বিভাগের আরও যোগ্য প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হয়েছে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে, যা নিয়মাবলীতে উল্লিখিত স্বাভাবিক পদ্ধতি।

৯. অন্যদিকে বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি পিডব্লিউডি পি আইন, ১৯৯৫-এর বিধানগুলির বিশদ উল্লেখ করেছেন, বিশেষত ২ (বি) থেকে (ই), (০), (পি), (টি) ধারায় অন্তর্ভুক্ত সংজ্ঞাগুলির পাশাপাশি ১৮ থেকে ৩২,৩৩ এবং ৩৬ ধারায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১০. যাইহোক, আমরা উক্ত বিধানগুলির বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না কারণ তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কোনও সংরক্ষণ করা হয়নি বা সংরক্ষণ না দেওয়ার কারণে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এমন কোনও মামলা নেই। আরও সিদ্ধান্তগুলি সচিব ও আনার বনাম রানী প্রকাশ গুপ্ত (২০১০) ৭ এস. সি. সি ৬২৬-এর মাধ্যমে ভারত সরকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার জন্য বিদ্বান প্রবীণ পরামর্শদাতার দ্বারা নির্ভরশীল ছিল। বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওরস (২০১৬) ১৩ এস. সি. সি ১৫৩, যেখানে এই আদালত শূন্যপদের ব্যাকলগ, নিয়োগকর্তা পদটি চিহ্নিত না করা, জে ক্যাডার অনুসারে সরকার এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধান করেছে

ক্ষমতা এবং সংরক্ষিত পদের সংখ্যা সহায়ক হবে না কারণ হাইকোর্টের সামনে তাৎক্ষণিক মামলার রিট পিটিশনটি এই ভিত্তিতে পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি যে ২০১৬ সালে জারি করা প্রজ্ঞাপনে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত বিধান করা হয়নি। উপরন্তু যদিও বেসরকারী উত্তরদাতার বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি আমাদের সামনে যুক্তি দেখিয়েছেন যে পূর্ববর্তী বছরগুলি থেকে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি এবং পূর্ববর্তী বছরের অব্যবহৃত শূন্যপদগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল, তবে এটিও হাইকোর্টের সামনে যুক্তি ছিল না এবং বেসরকারী উত্তরদাতাও এই ভিত্তিতে নিজেকে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বিভাগের অধীনে প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব দিয়ে উক্ত ১২.০৩.২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনকে চ্যালেঞ্জ করেননি।

১১. যাইহোক, বিষয়টির একটি দিক যা লক্ষ্য করা উচিত তা হল বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবীর যুক্তি যে হাইকোর্টের জারি করা আদেশটি টেকসই কারণ শূন্যপদটি অন্য কোনও বিভাগ দ্বারা পূরণ করা যেত না তবে এটি এগিয়ে নেওয়া উচিত ছিল এবং সেই পরিস্থিতিতে যদি পিডব্লিউডি আইনের ৩৬ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানটি বিবেচনায় রাখা হয়, তবে রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস, ২০১০-এর বিধি ১০ (৪) পরিচালনায় আপিলকারীদের পদক্ষেপ টেকসই হবে না। অতএব, বেসরকারী উত্তরদাতার বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যে কোনও পরিস্থিতিতে ২০১৬ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত একটি পদ শূন্য রাখা উচিত ছিল যাতে পরবর্তী নিয়োগের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেই পটভূমিতে পিডব্লিউডি আইনের ৩৬ ধারার কথা মাথায় রেখে পরবর্তী নিয়োগের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে উপলব্ধ ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তির দ্বারা পূরণ করার আদেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত।

১২. বিষয়টির এই দিকটি অনুধাবন করার জন্য আই. জি. পি. ডব্লিউ. ডি আইন, ১৯৯৫-এর ৩৬ ধারায় বর্ণিত বিধানটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপঃ

"পদগু পূর্ণ না হলে সেগুলি পরবর্তী সময়ে স্থানান্তরিত করা হবে- যেখানে কোনও নিয়োগ বছরে প্রতিবন্ধী উপযুক্ত ব্যক্তির অনুপলব্ধতার কারণে ধারা ৩৩-এর অধীনে কোনও শূন্যপদ পূরণ করা যায় না বা অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণে, পরবর্তী নিয়োগ বছরে এই শূন্যপদ পূরণ করা হবে এবং যদি পরবর্তী নিয়োগ বছরেও প্রতিবন্ধী উপযুক্ত ব্যক্তি উপলব্ধ না থাকে, তবে এটি প্রথমে তিনটি বিভাগের মধ্যে বিনিময় করে পূরণ করা যেতে পারে এবং কেবল তখনই যখন -এর জন্য কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উপলব্ধ না থাকে।

সেই বছরে নিয়োগকর্তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির নিয়োগ/নিয়োগের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনও প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদের প্রকৃতি এমন হয় যে, কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যায় না, তা হলে উপযুক্ত সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে তিনটি বিভাগের মধ্যে শূন্যপদের বিনিময় করা যেতে পারে।

১৩. সেই প্রেক্ষাপটে যা লক্ষ্য করা যায় তা হল রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস, ২০১০, যা '১৮.০১.২০১০' তারিখের প্রজ্ঞাপনের অধীনে তৈরি করা হয়েছে, যা ভারতীয় সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী সহ ২৩৩ এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদের দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

আধিকারিক দের বিভাগ
(এ-জি আর. ২)
বিজ্ঞপ্তি
জয়পুর, ১৮ জানুয়ারি, ২০১০

জি.এস.আর. ৮১ - ভারতীয় সংবিধানের ২৩৩ এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদ এবং ৩০৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অধিকার এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতার অধীনে, রাজস্থান রাজ্যের গভর্নর রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং রাজস্থান হাইকোর্টের পরামর্শক্রমে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রণয়ন করছেন যা রাজস্থান বিচারিক সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ, শর্তাবলী এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত:

উক্ত রাজস্থান বিচারিক সেবা বিধিতে, বিধি ১০(৪) নিম্নরূপ পড়ে:

"(১) x x x x x x
(২) x x x x x x
(৩) x x x x x x
(৪) রাজস্থান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পদ সংরক্ষণ ৩% শ্রেণী অনুযায়ী থাকবে, যা অনুভূমিকভাবে হবে এবং শুধুমাত্র প্রাথমিক নিয়োগের সময় উপলব্ধ হবে। যদি কোনো নির্দিষ্ট বছরে যোগ্য এবং উপযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উপলব্ধ না থাকে, তবে তাদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পূর্ণ করা হবে এবং ওই পদগুলি পরবর্তী বছরে স্থানান্তরিত হবে না।"

শর্ত থাকে যে, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্ত বিভাগের জন্য সংরক্ষিত মোট পদের সংখ্যা মোট শূন্যপদের ৫০ শতাংশের বেশি হবে না।

১৪. অতএব প্রণীত বিধিটি ভারতের সংবিধানের বিধানগুলির অধীনে রয়েছে যা বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত, যার জন্য নিয়মাবলীতে মাপকাঠি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে ভি সুরেন্দ্র মোহন বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ও অন্যান্য (২০১৯) ৪ এস. সি. সি ২৩৭-এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ কৌঁসুলির দ্বারা নির্ভর করা সিদ্ধান্তটি উপযুক্ত হবে। উক্ত মামলায়, এই আদালত তামিলনাড়ু জুডিশিয়াল সার্ভিসে দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) পদের জন্য নির্বাচন সম্পর্কিত একটি বিষয়ে এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল যেখানে প্রজ্ঞাপনের অধীনে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ অক্ষমতার শতাংশ আংশিকভাবে অন্ধ এবং আংশিক বধির নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। যে প্রার্থী এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তাঁর কাছে ৭০ শতাংশ অক্ষমতার উল্লেখ করে অক্ষমতার শংসাপত্র ছিল। যেহেতু পিডব্লিউডি আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ৩৩-এর অধীনে অক্ষমতার উপর ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় না, তাই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা মাদ্রাজ হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছিল যা এই আদালতে আপিলে শেষ হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করার সময়, এই আদালত এই বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছিল যে অক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা পিডব্লিউডি আইন, ১৯৯৫-এর বিধান লঙ্ঘন করছে কিনা এবং ১-এর এটিকে বাতিল করা হবে। সেই প্রসঙ্গে, তামিলনাড়ু রাজ্য বিচার বিভাগীয় পরিষেবা (ক্যাডার এবং নিয়োগ) বিধিমালা, ২০০৭ এবং পিডব্লিউডি আইন, ১৯৯৫-এর বিধানগুলির বৈধতা পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং যে ক্ষমতার অধীনে বিধিমালা ২০০৭ (যা রাজস্থান বিধিমালা, ২০১০-এর সমতুল্য) সংবিধানের বিধানগুলির অধীনে ক্ষমতায়িত করা হচ্ছে, তা এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলির প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল। যদিও উক্ত সিদ্ধান্তটি পিডব্লিউডি আইন, ১৯৯৫-এর ৩৬ ধারার সাথে সম্পর্কিত নয়, প্রথম দৃষ্টিতে যখন এটি লক্ষ্য করে যে বিধি, ২০১০-এ অন্তর্ভুক্ত বিধি ১০ (৪) ১ গুলি ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০৩ এবং অনুচ্ছেদ ২৩৪-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তৈরি করা হয়েছে, তখন যে নিয়মটি কার্যকর করা হচ্ছে তা ন্যায়সঙ্গত হবে। যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি বা নিয়মটি চ্যালেঞ্জের অধীনে ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীরা মনে রাখবেন যে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত বিভাগের অধীনে নিয়োগের জন্য অন্য কোনও আবেদন/আবেদনকারী পরবর্তী যোগ্য ডি ১ সি নির্বাচন করে পূরণ করেননি

অন্য বিভাগের প্রার্থী। অতএব এমন পরিস্থিতিতে যেখানে নিয়মটিকে কোনও/চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় না, সেই পরিমাণে পদক্ষেপটি ন্যায়সঙ্গত হবে।

১৫. তা ছাড়া, যদিও বেসরকারি উত্তরদাতার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, ৩.১ নম্বর কলামের" "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" "-র বিরুদ্ধে" "না" "নির্দেশ করা একটি ভুল ছিল, তবে যা মনে রাখা প্রয়োজন তা হল, ২.৪ নম্বর কলামের" "বিভাগ" "-এর বিপরীতে এটিকে" "সাধারণ" "হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষার ফি ছাড়াও, যোগ্য প্রতিবন্ধী আবেদনকারীর জন্য এটি ৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা তার বিভাগকে" "সাধারণ" "হিসাবে নির্দেশ করার পাশাপাশি প্রযোজ্য হিসাবে ২৫০ টাকা ফি প্রদান করেছেন।" উপরন্তু, যদিও বর্তমানে ০৫.০৭.২০১০ তারিখের অক্ষমতা শংসাপত্রের উপর নির্ভর করা হয়, তবে আবেদনপত্রের সাথে এটি সংযুক্ত ছিল বা সাক্ষাৎকার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়েছিল তা নির্দেশ করার মতো কোনও উপাদান নেই। এই দিকটিতে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা বিপরীত দাবি করতে পারবেন না বলে যুক্তি দেওয়ার জন্য, আপিলকারীদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী এখানে জেএন্ডকেপি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম [স্রার আহমেদ (২০০৫) ১২ এসসিসি ৪৯৮-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে এটি এখানে ৫ নং অনুচ্ছেদে রয়েছেঃ

> ৫. আমরা উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি বিবেচনা করেছি। প্রথম উত্তরদাতার যুক্তি গ্রহণ করা যায় না কারণ তিনি সংরক্ষণ পাওয়ার অধিকারী প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনের জন্য আবেদন করেননি। তিনি তাঁর আবেদনের সাথে কোনও শংসাপত্র উপস্থাপন করেননি। প্রাথমিক পরীক্ষার সুবিধা না নেওয়াই তাঁকে সংরক্ষণ পাওয়ার অধিকারী প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট। তিনি সাধারণ প্রার্থী হিসাবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মূল পরীক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সংরক্ষণের সুবিধা নিতে পারেন না কারণ তিনি পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র পেতে সফল হয়েছিলেন। যে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য আবেদন করছিলেন তার প্রকৃতি ও অবস্থানকে কেবল একইভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং একবার কোনও প্রার্থী তার প্রাপ্য বিভাগটি বেছে নেওয়ার পরে তিনি পরে সেই মর্যাদা পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং নতুন করে দাবি করতে পারবেন না। ডিভিশন বেঞ্চ এই ধারণার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না যে একজন প্রার্থী হিসাবে তাঁরও যোগ্যতা ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে 'শংসাপত্রটি উপস্থাপন করলে তিনি সংরক্ষণ চাইতে পারবেন। অতএব, আমরা ডিভিশন বেঞ্চের রায়টি বাতিল করে দিয়ে আপিলের অনুমতি দিই। কোনও খরচ নেই।

১৬. কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বনাম শ্রীনিবাস প্রসাদ শাহ ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আরও সিদ্ধান্ত। (২০১৩) ১২

এস সি সি ৩৬৪ -এর উপর নির্ভর করে, যেখানে এই আদালত এমন একটি মামলায় দাবিটি অনুমোদন করেনি যেখানে আবেদনে সংরক্ষণের বিভাগটি নির্দেশিত হয়েছিল কিন্তু শংসাপত্রটি উপস্থাপন করা হয়নি এবং সাধারণ প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য ফি প্রদান করা হয়েছে। যোগ করা হয়েছিল, এখানে আপিলকারীদের জন্য বিদ্বান প্রবীণ পরামর্শদাতা ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দাবির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিও উল্লেখ করেছেন, এই সত্যটি ছাড়াও যে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত বিভাগের অধীনে বিবেচনার জন্য দাবি করা হয়নি।

১৭. এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে '০৫.০৭.২০১০' তারিখের অক্ষমতা শংসাপত্র অনুসারেও, স্থায়ী অক্ষমতার বর্ণনা 'হেমিপ্লেজিয়া'-অ-কার্যকরী হাত হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেই পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও অক্ষমতার প্রকৃতি এতে নির্দেশ করা হয়েছে যা 'লোকোমোটর অক্ষমতা' হবে, তবে '২৮.১১.২০১৬' তারিখের উপস্থাপনায়, যা বিলম্বিতভাবে তৈরি করা হয়েছিল, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা দাবি করেছেন যে তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, ৮০ শতাংশেরও বেশি এবং প্রদত্ত রেফারেন্সটি '০৫.০৭.২০১০' তারিখের একই অক্ষমতা শংসাপত্রের জন্য। ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি নিঃসন্দেহে হেমিপ্লেজিয়া সম্পর্কিত একটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখার অসুবিধাগুলি সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিতর্কের প্রকৃতি ইঙ্গিত দেয় যে তাত্ক্ষণিক তথ্যে বিভাগের অধীনে আবেদনে দাবি করা উচিত ছিল এবং অক্ষমতার শংসাপত্রটি আবেদনের সাথে উপস্থিত করা প্রয়োজন ছিল কারণ অক্ষমতার প্রকৃতি এমন একটি বিষয় ছিল যা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে হবে, যদি প্রয়োজন হয় চিকিৎসা পরীক্ষায়। যদি হেমিপ্লেজিয়ার ফলস্বরূপ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস বিবেচনা করা হয়, তবে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস দ্বারা অক্ষমতার শতাংশও প্রাসঙ্গিক হবে এবং যথাযথ পর্যায়ে এটি নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল।

১৮. অতএব, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে সমস্যাটি হল দাবি করা অক্ষমতাটি যান্ত্রিক অক্ষমতা বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কিনা এবং এটি নিজেই বিতর্কের প্রশ্ন হওয়ায়, আদালতের পক্ষে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করা সম্ভব হবে না এবং এই জাতীয় পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিবেচনা করাও ন্যায়সঙ্গত হবে না। এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে কোনও মামলা দায়ের করার সময় ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি অধিকারের বিষয় হিসাবে সরবরাহ করা উচিত এবং সহানুভূতিশীল বিবেচনার কোনও প্রয়োজন নেই। যাইহোক, তাত্ক্ষণিক তথ্যে যখন দাবি করা হয়নি এবং বিতর্কযোগ্য বিষয় রয়েছে, যদিও আমরা ব্যক্তিগত উত্তরদাতার কারণের সাথে সহানুভূতি জানাতে পারি যে কোনও ক্ষেত্রে হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশের প্রকৃতি হতে পারে না

যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত। এটি আরও বেশি সত্য, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে/আপিলকারীরা রাজস্থান জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস, ২০১০-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছিলেন যখন অন্য কোনও দাবি উপলব্ধ ছিল না এবং অন্য বিভাগ থেকে একজন প্রার্থীকে নিয়োগ করেছিলেন এবং যখন এই ধরনের নিয়োগ করা হয়েছে, তখন এই মুহূর্তেও এই প্রার্থীকে বিরক্ত করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। অতএব পূর্বোক্ত সমস্ত কারণের জন্য, আমরা উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত ৪/৫/২০১৭ তারিখের আদেশটিকে অস্থিতিশীল বলে মনে করি এবং সেই অনুযায়ী বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৯, তদনুসারে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই আপিল অনুমোদিত। সমস্ত মুলতুবি আবেদন নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

"অঙ্কিত জ্ঞান *আপিল অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu